দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 25 JAN 1997
পৃঃ ৭ কলাম ৩

দৃশ্যপট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ছাত্র রাজনীতিতে ক্যাডারতন্ত্রের জয় ছাত্র সমাজ চায় না

গিয়াস উদ্দিন রিমন ।। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা কি সন্ত্রাসের পক্ষে? সন্ত্রাসী, অস্ত্রধারী, ক্যাডারদের পক্ষে? তারা কি ক্যাডারদের পছন্দ করে, ভালোবাসে, শ্রদ্ধা করে? ক্যাডারদের কি কেউ নেতা মনে করে, নেতা হিসেবে দেখতে চায়? এই সবগুলো প্রশ্নে সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের সাফ জবাব 'না, নিশ্চয়ই না'। ছাত্র দল, ছাত্র লীগসহ ছাত্র সংগঠনগুলোর সাধারণ কর্মী-সমর্থকদেরও একই জবাব। তারাও ক্যাডারদের পছন্দ করে না, তীব্র ঘৃণা করে, তাদের নেতৃত্ব দেখতে চায় না, তাদের আধিপত্য মেনে নিতে চায় না; চায় তাদের সন্ত্রাসী, অশোভন, অভদ্র, অছাত্রসুলভ আচরণের প্রতিবাদ জানাতে, চায় তাদের অস্ত্রের কবল থেকে মুক্তি পেতে, চায় সন্ত্রাসী, অস্ত্রধারী, ক্যাডারদের ঘৃণ্য আচরণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে। যে ক্যাডারদের ছাত্রত্বের ঠিক নেই, যারা জোর করে হলে সীট দখল করে থাকে, বৈধ ছাত্রদের অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে রাখে, হলের ডাইনিং ক্যান্টিনে খায় বিনা টাকায়,

(১০-এর পাতায় দেখুন)

দৃশ্যপট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

প্রথম পৃষ্ঠার পর

আশপাশের দোকানগুলোতে খেয়ে কখনোই টাকা দেয় না, চাঁদাবাজি করে, গুলী ফুটিয়ে উল্লাস করে, ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষকদের নাজেহাল করে। এসব ক্যাডারদের আশ্রয়স্থল বলে এখন আন্দোলন-সংগ্রামের অনেক গৌরবময় ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী ছাত্র দল, ছাত্র লীগ এসব সংগঠনের প্রতি ছাত্র সমাজের শ্রদ্ধা উঠে গেছে প্রায়। যেটুকু সামান্য ছিল তাও বিলীন হয়ে যায় যখন দাবী ওঠে ঘৃণিত ক্যাডারদের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার। ক্যাডাররা যখন গুলী ফুটিয়ে, বোমা ফাটিয়ে, অস্ত্রের মহড়া দিয়ে বলে, তাদের নেতা বানাতে হবে তখন ছাত্র রাজনীতির প্রতি ঘৃণা প্রকাশ না করে ছাত্র সমাজের আর বিকল্প কি? কারণ ছাত্র সংগঠনগুলোই এ ক্যাডারদের নিজেদের স্বার্থে আশ্রয় দিয়ে,

পৃষ্ঠপোষকতা দিয়ে ক্যাম্পাসে টিকিয়ে রাখে। ছাত্র সন্ত্রাসগুলোর নেতা কিংবা তাদের মুরব্বী রাজনৈতিক দলের নেতাদের কাছে এসব ক্যাডাররা মূল্যায়িত হয় আন্দোলনের রাজপথের সাহসী সৈনিক, ত্যাগী কর্মী হিসেবে– সন্ত্রাসী, দুস্কৃতকারী হিসেবে নয়। আর তাই এই ক্যাডাররা যখন বুমেরাং হয় নেতাদের জন্য, তখন সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীরা তা বেশ উপভোগই করে। কারণ এটা চরম সত্য যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৮ হাজার ছাত্র ছাত্রীর কেউই তাদের প্রিয় বিশ্ববিদ্যালয়ে, ক্যাম্পাসে, হলগুলোতে, ছাত্র রাজনীতিতে, ছাত্র সংগঠনগুলোর নেতৃত্বে কখনোই ক্যাডারতন্ত্রের জয় দেখতে চায় না। হাতে গোনা কয়েকজন হয়তো ক্যাডারদের চাপে, অস্ত্রের মুখে, অনন্যোপায় হয়ে এ ক্যাডারদের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার দাবীতে ক্যাম্পাসে মিছিলে অংশ নেয়। কিন্তু বাস্তবে তারাও ঘৃণা করে এ ক্যাডারতন্ত্রকে। এই ক্যাডারতন্ত্রের জয় তথা ক্যাডারদের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার দাবীতে গত বৃহস্পতিবার ক্যাম্পাসে অনুষ্ঠিত এমনি একটি মিছিলে অংশগ্রহণকারীদের কয়েকজনের সাথে আলাপ করে এ তথ্য জানা যায়। তারা জানায়, বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র দলের নবগঠিত কমিটি নিয়ে তাদের কোন আপত্তি নেই, ছাত্র দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের প্রতি তাদের কোন ক্ষোভ নেই, তবু তারা বাধ্য হয়ে মিছিলে গেছে, শ্লোগান দিয়েছে কমিটির বিরুদ্ধে নেতাদের বিরুদ্ধে। অথচ তাদেরই অভিমত, নবগঠিত কমিটিতে ক্যাডারদের অবমূল্যায়নের সিদ্ধান্ত সঠিক। এমন সাহসী সিদ্ধান্ত নেয়া দরকার, নেতৃত্ব নির্ধারণে মেধাবী ছাত্র কর্মীদের মূল্যায়ন হওয়া দরকার, নেতৃত্ব তাদের হাতে তুলে দেয়া উচিত– যারা ক্যাডারতন্ত্রের নেতা নয়, গ্রুপিং-এর রাজনীতি করে না। ছাত্র রাজনীতির যে ক্যাডারতন্ত্র আর গ্রুপিং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বহু ছাত্রের প্রাণ কেড়ে নিয়েছে, সেই ক্যাডারতন্ত্র আর গ্রুপিংকে অতিক্রম করে কোন ছাত্র সংগঠন সিদ্ধান্ত নিতে পারলে ছাত্র সমাজ তা স্বাগত জানায়। ক্যাডাররাও তখন দুর্বল হয়ে যায়, ক্ষমতা চাইতে বাধ্য হয়, তাদের আচরণের জন্য। কারণ তারাও বুঝতে পারে, সাধারণ কর্মী, সমর্থক, ছাত্র-ছাত্রীরা চায়-সকল ছাত্র সংগঠনের কমিটিতেই ক্যাডারদের নাম যেন না থাকে। এ প্রশ্নে যেন কোন আপস না করা হয়। ক্যাডারদের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ছাত্র রাজনীতিতে ক্যাডারতন্ত্রের জয় ঘোষণার কলংকের দায়ভার সমাজ বহন করতে চায় না।